প্লেন ক্রাশ এবং চেনা মানুষেরা

কাজী জহিরুল ইসলাম

এতো ভোরে কে ফোন করলো ? 'আমি ওয়েলার্স, চিফ । খবর শুনেছেন ?' ওয়েলার্সের কণ্ঠে উত্তেজনা । 'কোন খারাপ খবর ?' জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর জনপদে পরিবার-পরিজন ছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করি, ভালো খবরের জন্য সবসময় উৎকর্ণ থাকলেও কেউ যখন বলে খবর শুনেছেন, তখন খারাপ খবরের আশঙ্কাই বুকের ভেতর ছলকে ওঠে । ওয়েলার্স অনেকটা চেচিয়ে কথা বলে, 'কেনিয়া এয়ারওয়েজের বিমান ক্রাশ করেছে । কাল রাতে যেটা আবিদজান থেকে গেল।' আমার মাথা ঝিমঝিম করে, আমি আর ওকে কোন প্রশ্ন করতে পারি না। 'চিফ, ইন্দর ছিল ওটাতে । সাতগুরু ট্রাভেলসের ইন্দর, ওই যে হালকা-পাতলা গড়ণের ছেলেটা, সবসময় আমাদের টিকেট ইস্যু করে, নিজেই টিকেট নিয়ে আসে আমাদের অফিসে ।' আমি ফোন রেখে দেই । ইন্দর শুধু অফিসেই টিকেট নিয়ে আসে না । ওয়েলার্স জানে না যে ও আমারই প্রতিবেশী, একই বাড়িতে, পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকি আমরা । ওর বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন । ইন্দর যাচ্ছে বিয়ে করতে । দুবাই থেকে নববধুর জন্য কতো গহনা কিনবে, কসমেটিকস কিনবে । দীর্ঘ প্রবাসযন্ত্রণার সবটুকু মূল্য দিয়ে যে স্বপ্ন কিনে কিনে ঝুলি পূর্ণ করেছে এতোদিন, সেই স্বপ্নের ঝুলি কাধে নিয়ে কাল রাতেইতো উড়াল দিল ইন্দর । ওর সেই স্বপ্নের ডানা ভেঙ্গে গেল ? পুড়ে ছাই হয়ে গেল রঙিন স্বপ্নের ঝাপি ! এক যুবকের, এক পরিবারের !

৪ মে, ২০০৭ রাতে আবিদজান থেকে উড়াল দেয় 'আফ্রিকার প্রাইড' কেনিয়া এয়ারওয়েজের কেকিউ-৫০৭ বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানটি । আমিওতো কতোবার এই রুটে এই কেকিউ-৫০৭-এ চড়েই ছুটিতে গিয়েছি । গভীর রাতে, অর্থাৎ ঘড়ির কাটায় তখন রাত তিনটা, ক্যালেন্ডারের পাতায় একদিন পেরিয়ে গেছে, যাত্রাবিরতির জন্য কেকিউ নামে ক্যামেরুনের বাণিজ্যিক রাজধানী দোয়ালায় । ওখান থেকে উড়তে না উড়তেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় । যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বেইজের সাথে । এর পরে কি হয় আর কেউ জানে না । বিমানটি ক্যামেরুনের দোয়ালা শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার পূর্বে গভীর পাহাড়ি-অরণ্যের ভেতরে এমবাঙ্গা-পোঙ্গা গ্রামে আছড়ে পড়ে । নিভে যায় ২৪টি দেশের ১১৪ টি জীবন-প্রদীপ ।

বিষণ্নতায় ডুবে যেতে যেতে ভাবতে থাকি আর কেউ কি ছিল ওতে, কাছের কেউ, চেনা-জানা ? ও হ্যাঁ, আব্দুল ! আমাদের ট্রাভেল ক্লেইম ইউনিটের সহকর্মী, তানজানিয়ার যুবক । আমি আব্দুলের নাম্বারে ফোন করতে গিয়ে কি হয়, ফোন করি ইন্দরকে । ফোন বাজে না । এই ফোন আর কোনদিন বাজবে না ।

পরদিন রোববার । অফিস বন্ধ । কিন্তু অফিসে গিয়ে ব্রডকাস্ট দেখে জানতে পারি, আমাদের আরো তিন সহকর্মী ছিল ওই প্লেনে । তিনজনই জাতিসংঘ পুলিশ বাহিনীর সদস্য । আমি ওদের কাউকেই চিনি না । তাহলে আব্দুল ? ওরওতো ওই প্লেনেই ছুটিতে যাওয়ার কথা ছিল । আব্দুলের নাম্বার নেই আমার কাছে । পাগলের মতো একে-ওকে ফোন করতে থাকি । আব্দুলের স্ত্রী, ক্লথিল্ডাও এই মিশনেই কাজ করে । ওকে কি পাওয়া যাবে ? ক্লথিল্ডার বস মরক্কোর পুরুষ মোহাম্মদ আমার বন্ধু । মোহাম্মদকে ফোন করি । ওর কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে ক্লথিল্ডাকে । ক্লথিল্ডা আমার ফোন পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে । ক্লথিল্ডা কাঁদছে, তার মানে কি ? আব্দুলও ? কিন্তু ব্রডকাস্টে যে ওর নাম নেই ? আমি কিছুই বুঝতে পারি না । জাতিসংঘের তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর আমার খুব

একটা আস্থা নেই । তাহলে হয়ত আরো অনেকেই ছিল, ওরা নাম জোগাড় করতে পারে নি। কিছুক্ষণ কেঁদে ক্লথিল্ডা বলে, নাও আব্দুলের সাথে কথা বলো । আমি কিছু বুঝতে পারছি কি-না সেইটাই বুঝতে পারছি না। ক্লথিল্ডার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? 'তুমি আমাকে ঠিক করে বলো, আব্দুল ওই প্লেনে ছিল, কি ছিল না ?' ক্লথিল্ডা আবারও কাঁদে । 'আমিতো ওকে যেতে দিই নি । বললাম, আমার সঙ্গে উইক-এন্ডটা কাটিয়ে দুদিন পরে, রোববার রাতে যাও ।' এবার সবকিছু আমার কাছে পরিস্কার । আব্দুল বেঁচে গেছে । আমি বলি, 'আব্দুলকে ফোন দাও।' আব্দুল ফোনের ওপাশে খিকখিক খিকখিক করে হাসে । 'শোন, তুমি কখনোই ক্লথিল্ডাকে একথা বলো না যে ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে । তাহলে বাকী জীবনে আমার আর স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না । আই উইল বি অ্যা স্লেভ অব ক্লথিল্ডা ।'

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২২ মার্চ, ২০০৮